মাহে রমজান : আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাস

ডা: মালেকা বেগম

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পিলারের মধ্যে রমজান মাস অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এ মাস হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এ মাস আত্মশুদ্ধির মাস। পবিত্রতা অর্জনের মাস। নৈতিক চরিত্র গঠনের মাস। পুরস্কার অর্জন ও যাবতীয় গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধি লাভের মাস। ব্যক্তি গঠনের মাস। পরিবার পূর্ণগঠন, সমাজ পূর্ণগঠন, সংগঠন পূর্ণগঠনের মাস মাহে রমজান। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন ও সন্তোষলাভের মাস রমজান।

রমজান তাকওয়া অর্জনের মাস। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন সুরা বাক্বারার ১৮৩ নং আয়াতে- 'হে ঈমানগণ! তোমাদের উপর রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন করে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আশাকরা যায় তোমরা তাকওয়ার গুণ অবলম্বন করতে পার।' এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় রোজার উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন অর্থাৎ আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করা। আল্লাহভীতি অর্জন করা। যার ফলে বান্দা যাবতীয় গুনাহের কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। মহান মাবুদের ভয় ও ভালবাসা অন্তরে জাগ্রত না হলে কোন উপায়েই মন্দ ও নাফরমানিমূলক কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বারবার একই প্রসঙ্গে তাগিদ করেছেন। আল্লাহ বলেন: 'হে আমার বান্দারা। আমাকে ভয়কর।' সুরা বাক্বারার ১৯৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহতা'য়ালা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।' সূরা মায়েদার ৭নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন: 'ভয় কর আল্লাহকে, সন্দেহ নেই আল্লাহ তোমাদের মনের গোপন অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন।'

রোজার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো তাকওয়ার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিঅর্জন। আত্মশুদ্ধি হলো নিজেকে পরিশুদ্ধ করা। পরিচ্ছন্ন করা। পবিত্র করা। সংশোধন করা। আত্মগঠন করা। যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার রেজামন্দি অর্জন। ভালো কাজে তৃপ্তিবোধ ও মন্দকাজে অনুশোচনা। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন: 'কাদ আফলাহা মান জাক্কাহা ওকাদ খাবা মান দাচ্ছাহা' অর্থাৎ সেই কল্যাণ লাভ করল যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করল আর সেই ব্যর্থ হলো যে তার নফসকে কলুষিত করল।'

আত্মশুদ্ধি অর্জনের মহাসুযোগের মাস রমজানের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ আমাদের সকলের জন্য প্রয়োজন। আমরা প্রকৃতিজগতের দিকে তাকিয়ে দেখি শীতকালের পূর্বেই প্রকৃতিতে শীতের প্রস্তুতিমূলক আবহাওয়া বইতে থাকে যার ফলে গাছভর্তি সবুজ পাতাগুলো হলুদ হয়ে প্রকৃতিজগতে অন্যরকম সৌন্দর্য্য মানুষের দৃষ্টিতে শোভা পায়, তারপর হলুদ পাতাগুলো প্রকৃতি জগতের মালিকের নির্দেশে আনুগত্য প্রদর্শনে ঝরে পড়ে, একসময় পুরো গ্রন্থগুলো পাতা, ফলমূল হারিয়ে শীতের কয়েক মাস বিরহের জীবন যাপনে বাধ্য হয়। এভাবে প্রতিটি মৌসুমে প্রকৃতিজগত পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তৈরী থাকার তাগিদ জানায়।

মাহে রজব থেকে আত্মশুদ্ধির মাস রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নবী করিম (সা:)এর দোয়ার মাধ্যমে আমরা তাগিদ বা গুরুত্ব বুঝতে পারি। নবী (সা:) এর দোয়ার ভাষা হলো: 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী মা রজবা ওয়া শাবানা ওয়া বাল্লিগনা ওয়া রামাদান।' অর্থাৎ হে আল্লাহ রজব এবং শাবানে আমাদেরকে বরকত দান কর এবং এই বরকত রমজান মাস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।'

রমজানের প্রস্তুতিমূলক মাস হিসেবে রজব মাস থেকে আমরা আমাদের শারীরিক, মানসিক, আত্মিক প্রশান্তি ও সুস্থতার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে কাকুতি-মিনতি করে দোয়া চাইব এই সাথে পারিবারিক শান্তি, সামাজিক শান্তি, রাষ্ট্রীয় শান্তি তথা আন্তর্জাতিক বিশ্বের শান্তির জন্যও আমরা সকলে মিলে কামনা করব। বিশ্বের কোথাও অশান্তি, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা বইতে থাকলে প্রতিটি বিবেকমান মানুষের ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, অন্তরে অন্তরে এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। আত্মার শান্তি বিনষ্ট হয়।

রমজান মাস যেহেতু আত্মশুদ্ধির মাস, তাকওয়ার মাস সেহেতু সর্বপ্রথমে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে আত্মগঠনের প্রতি। শারীরিক সুস্থতার সাথে মানসিক সুস্থতার প্রয়োজন। শারীরিক সুস্থতার জন্য এ পৃথিবীতে বহু ধরনের চিকিৎসা রয়েছে কিন্তু মানসিক সুস্থতা বা আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য কোন ধরনের ডাক্তারী চিকিৎসা বা সেবা-যত্ন কার্যকর হয় না। এজন্য কিছু অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী অর্জন প্রয়োজন যা অর্জনের মাধ্যমে আমরা নিজেরা ইনশাআল্লাহ আত্মপরিশুদ্ধি অর্জনে সক্ষম হব এই সাথে নিজের পরিবার সমাজ ও সংগঠনের উপর এর প্রতিফলন ঘটবে সন্দহ নেই।

আত্মশুদ্ধির জন্য যে সকল গুনাবলী অর্জন প্রয়োজন নিম্নে তা সাজিয়ে দেয়া হলো:

১। নিয়মিত অধ্যয়নের অভ্যাস সৃষ্টি করা এবং জ্ঞানার্জন: আল্লাহ তায়ালার প্রথম নির্দেশ মানব জাতির উদ্দেশ্যে ছিল- 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' মহা প্রভুর এ নির্দেশ স্রষ্টাকে জানায় তাঁর হুকুম আহকাম পালন করার এবং স্রষ্টার উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও কোরবানী করার জন্য।

২। জবাবদিহিতার ভয়: নবী করিম (সা:) বলেছেন: 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, তোমাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্বের জন্য জিজ্ঞাসিত হতে হবে।'

৩। প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি।

৪। আল্লাহ্‌র স্মরণে মনকে ব্যস্ত রাখা।

৫। যাবতীয় কুচিন্তা থেকে মনকে পরিচ্ছন্ন রাখা।

৬। সন্দেহ, সংশয় ও কু-ধারণা থেকে মনকে মুক্ত রাখা।

সংগঠন সংবাদ

মুনার শিক্ষা সম্মেলন ২০০৯ অনুষ্ঠিত

গত ২৪শে মে, ২০০৯, রোববার মুসলিম উম্মাহ্ অফ নর্থ আমেরিকা মুনা'র একদিনের শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে অবস্থিত মুনা ন্যাশনাল কমপ্লেক্সে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা সম্মেলনে প্রায় তিন শতাধিক ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সিনিয়র মেম্বার, মেম্বার এবং দায়িত্বশীলদের অংশগ্রহণে মুখরিত হয়ে উঠে সম্মেলন কক্ষ। আব্দুল কাদেরের সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় শিক্ষা সম্মেলন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবু আহমেদ নুরুজ্জামান। অত:পর আবুসামিহাহ সিরাজুল ইসলাম এবং আবুল ফায়জুল্লাহ ভিন্ন ভিন্নি বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বিদেশী মেহেমানদের মধ্যে বাংলাদেশের বিশিষ্ট্য আইনজীবী, প্রাক্তন ছাত্রনেতা এবং টিভি ব্যক্তিত্ব জসিম উদ্দিন সরকার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, কেয়ারের শীর্ষ কর্মকর্তা নিহাদ আওয়াজ এবং ম্যাস-এর ইমাম মেহদি ব্রে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে

আলোচনায় অংশ নেন। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম চর্চা এবং মুসলমানদের করণীয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আবুল ফায়জুল্লাহ, মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, দেলোয়ার হোসাইন এবং এম.এম. সুজন।

অনুষ্ঠান শেষ পর্বে কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা: সাইদুর রহমান চৌধুরী ডেলিগেটদের উদ্দেশ্যে হেদায়েতী বক্তব্য রাখেন। দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে শিক্ষা সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুনা ইস্ট জোনের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

মুসলিম উম্মাহ্ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) ইস্ট জোনের উদ্যোগে গত ১৯ জুলাই ২০০৯, রোববার শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাউথ জার্সিতে অনুষ্ঠিত হয় এ শিক্ষা বৈঠক। শতাধিক ডেলিগেটের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এডুকেশনাল সেশনে সভাপতিত্ব করেন ইস্ট জোন সভাপতি মাওলানা কাজী ইলিয়াছ। অনুষ্ঠান দুই পর্বে ভাগ করে প্রথম পর্ব পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন জিয়াউল ইসলাম শামীম এবং দ্বিতীয় পর্ব পরিচালনা করেন মাহবুবুর রহমান।

সকাল সাড়ে দশটায় পবিত্র কোরআন থেকে তেয়াওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জোন প্রেসিডেন্ট মাওলানা কাজী ইলিয়াস। এরপর কুরআন হাদীসের আলোকে মুনার কর্মসূচি বিষয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের ন্যাশনাল দাওয়া ডাইরেক্টর মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন। পর্যাক্রমে পরিচিতি পর্ব এবং ইস্টজোনের ইয়থ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

মুনার ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট আবু আহমেদ নুরুজ্জামান পবিত্র কোরআন থেকে দরস পেশ করেন।

দুপুরের খাওয়া ও নামাজের পর সংগঠনের সংবিধান ও কর্মপদ্ধতির উপর গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল 'আমেরিকায় ইসলাম ও আমাদের দায়িত্ব' বিষয়ে। আবু আহমেদ নুরুজ্জামান এ বিষয়ের উপর বাস্তবধর্মী আলোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি এলাকায় আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গঠন করার কোন বিকল্প নেই। মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার কিংবা কমিউনিটি সেন্টার গঠনের মাধ্যমে লোকাল কমিউনিটির কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের উত্তর প্রজন্মকে এমন ভাবে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা মুসলামদের রোল মডেল হতে পারে।

সাধারণ প্রশ্নোত্তর, এহতেসাব-এর পর দোয়ার মাধ্যমে শিক্ষা বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন মাওলানা কাজী ইলিয়াছ।

মুনার উদ্যোগে স্বাগতম রমাদান এবং ইমাম ও কমিউনিটি লিডারদের সম্মানে মধ্যাহ্নভোজ

ইস্ট নিউইয়র্ক, আগস্ট ১৬, ২০০৯ - মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকার (মুনা) উদ্যোগে ইমাম ও কমিউনিটি লিডারদের নিয়ে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে এক মধ্যাহ্ন ভোজ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ইস্ট নিউ ইয়র্কের বায়তুল মা'মুর মসজিদ এণ্ড কমিউনিটি সেন্টারে। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আমেরিকান মুসলমানদের অসংবাদিত নেতা ও ব্রুকলিনের মসজিদ আত-তাকওয়ার ইমাম সিরাজ ওয়াহহাজ।

ইমাম সিরাজ ওয়াহহাজ মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা আদায়ের উপদেশ দেন। তিনি বলেন আমেরিকাতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুসারীদের সংখ্যা কমার সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে। এ ব্যাপারে ইউএসএ টুডের একটি সমীক্ষা তুলে ধরেন, এবং বলেন, "মুসলমানদের এ সংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের কোন উদ্যোগের কারণে হচ্ছেনা; বরং হচ্ছে আল্লাহর কুর'আনের কারণে।" সাথে সাথে তিনি এও স্মরণ করিয়ে দেন যে অনেক মুসলমানের সন্তানেরা আমেরিকাতে ইসলাম ত্যাগ করছে। এক্ষেত্রে তিনি ইমামদেরকে ভূমিকা পালন করার আহবান রাখেন যাতে মুসলিম তরুণরা ইসলাম ত্যাগ না করে। ইমাম সিরাজ পারস্পরিক মতানৈক্যের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে কাজ করে যেতে বলেন মুসলিম কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে। মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধকে মতানৈক্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে রমজানের তাকওয়া অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকার ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আবূ আহমেদ নূরুজ্জামান শুরুতে মুনার পরিচিতি ও কর্মতৎপরতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে মুনা, কুর'আনের আয়াত "তোমরা নিজেকে এবং নিজের পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও" এর ভিত্তিতে কাজ করে। সেজন্য মুনা প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে কাজ করে। এছাড়াও মুনা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নারী, পুরুষ, তরুণ, নির্বিশেষে সব মানুষের মাঝে রয়েছে মুনার কর্মতৎপরতা।

উনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন এবং এসব বিষয়ে মুনার করণিয় সম্পর্কে পরামর্শ দেন। যে বিষয়টিতে অধিকাংশ পরামর্শ দেয়া হয় তা হল একই দিনে ঈদ পালনের ব্যাপারে মুনা যেন উদ্যোগ নেয়। এছাড়াও মুসলমানদের সূদমুক্ত থাকা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা, অমুসলিমদের কাছে কার্যকরী পন্থায় ইসলামের দাও'য়াত পৌঁছানো, পাবলিক স্কুলে ঈদের ছুটি, জাতিগোষ্ঠি নির্বিশেষে মুসলমানদের ঐক্য ও পারস্পরিক সহমর্মিতা, ইমাম প্রশিক্ষণ, রিলিফ ওয়ার্ক, ইত্যাদি বিষয়ে মুনার ও মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কে ইমাম ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পরামর্শ রাখেন।

সভাপতির বক্তব্যে মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডাঃ সাঈদুর রহমান চৌধুরী বলেন যে মতবিরোধ মুসলমানদের জন্য কোন সমস্যা নয়। তিনি বলেন, "আমাদেরকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে যদিও আমরা সব বিষয়ে একমত হতে পারবোনা।" তিনি বলেন বিতর্কিত বিষয়গুলোকে বিভেদের উপকরণ বানানোর পরিবর্তে আমরা সেগুলোকে উদযাপন করতে পারি। চাঁদ দেখার বিষয়ে তিনি বলেন যে মুনা কোন একটি বিশেষ মতকে প্রাধান্য দেয়না।

"মুসলিমরা আসলে অত্যন্ত শক্তিশালী কারন তাদের কাছে কুর'আন ও সুন্নাহ রয়েছে।" বলেন ডাঃ চৌধুরী। তিনি মুসলমান তরুণদেরকে কমিউনিটির কর্মকাণ্ডে অংশীদারিত্ব ও নেতৃস্থানীয় অবস্থানে দায়িত্ব প্রদানের আহবান করেন। তিনি আরো বলেন যে ইসলামের বিষয়ে বেশী বেশী কথা না বলে বরং ইসলামের সৌন্দর্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য কাজ করতে হবে। আর এক্ষেত্রে ইমামরা অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত ইমাম ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন তাঁরা হচ্ছেনঃ ডাঃ ওয়াজেদ আলী খান, খন্দকার আমিনুল ইসলাম, এটর্নী মুঈন চৌধুরী, ইমাম রহমাতুল্লাহ, আরিফুর রহমান, এডভোকেট আবুল হাশিম, জনাব মুহসীন মানসূর (মিশর), অধ্যাপক মুতিউর রহমান, মুফতী আব্দুল মালেক, ওয়াসী চৌধুরী, শেখ হায়দার আলী, ডাঃ জুন্নুন চৌধুরী, ও শায়খ আমিনুল ইসলাম।

ইমাম ও কমিউনিটি লিডারদের উদ্দেশ্যে মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের আহবান

সম্মানিত ও সুপ্রিয় ভাইয়েরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রাহমাতুল্লাহ।

এই অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে নি:সন্দেহে সম্মানিত করেছে। এই সভা, ইনশা'আল্লাহ, আমাদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে। আপনারা এই অনুষ্ঠানে একত্রিত হওয়াকে পরস্পরের আরো কাছাকাছি আসার একটি বিরাট সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন। আসুন আমরা আগের চেয়ে আরো বেশী ঐক্যবদ্ধ হবার চিন্তা করি এবং এই জমীনকে আরো বেশী ফলপ্রসূ ও শান্তিময় করতে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখি। নীচের ধারণাগুলোতে আমরা পরস্পরের অংশীদার হতে পারি:

* রমাদান শুধু ব্যক্তিকেই পরিশুদ্ধ করতে পারেনা বরং পরিবার, সমাজ এবং আরো অনেক কিছুকেই পরিশুদ্ধ করতে পারে।
* আমাদের পরিবারগুলোকে খোদায়ী বিধানের দিকে পরিচালিত করি।
* তরুণদেরকে আমাদের মসজিদ, সমাজ ও সংগঠনগুলোতে অংশীভূত করি।
* আমাদের বাচ্চাদেরকে বর্তমানের নেতৃত্বে আসীন করি শুধু ভবিষ্যতেরই নয়।
* আমাদের সাধারণ কল্যাণগুলো খুঁজে বের করি; আমাদের বিভেদগুলোকে দূরে রাখি এবং আমাদের আইডিয়াগুলোতে পরস্পর অংশীদারিত্ব করি।
* ঐক্য সব কিছুর উপর অগ্রাধিকর দাবী করে। রমাদান ও ঈদ ঐক্যের ধারণাকেই অগ্রসর করে; বিভ্রান্তি ও আস্থাহীনতাকে নয়।

* আমরা আসলে অত্যন্ত শক্তিধর যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হই।
* কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নয় বরং আদর্শ, ন্যায়পরায়ণতা, ত্যাগ, ও নম্রতাকে আমরা নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করি।
* ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯ এর ক্যাপিটল হিলের জুমু'আর নামাজ এবং ১০ অক্টোবর ২০০৯-এর মুসলিম ডে প্যারেডকে সফল করুন।
* নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলে ঈদের ছুটি বরাদ্দের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।
* আমাদের এমন নেতৃত্বের দরকার যারা ইসলামকে অন্য ধর্মাবলম্বী ও ধর্মহীন লোকদের কাছে উপস্থাপন করতে পারবেন; তাদেরকে নয় যারা শুধু ইসলাম নিয়ে কথা বলতে পারেন।
* মানুষদেরকে হজ্জে যেতে উদ্বুদ্ধ করুন কারণ এটা তাদের জন্য উত্তম।
* আমাদের লোকদেরকে ভাষা, কর্মদক্ষতা, তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে তুলুন।
* আমরা এদেশের সবচেয়ে ভাল নাগরিক, সুতরাং আসুন আমাদের অধিকার আদায়ে উঠে দাঁড়াই।
* আসুন আমরা আমেরিকাকে ভাল থেকে ভালর দিকে নিয়ে চলি তাহলে গোটা দুনিয়া কল্যাণ লাভ করবে।

আপনাদের দায়িত্বানুভূতি ও একাগ্রতার জন্য আবারো ধন্যবাদ। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিন।

আপনাদের ভাই
সাঈদুর রহমান চৌধুরী, এম.ডি.
ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, মুনা

MUNA Youth Women Educational Summer Camp 2009

MUNA National Youth Women Committee organized a three days educational summer camp. The camp took place at MUNA National Complex (Baitul Ma'mur Masjid in Brooklyn) from June 26 – 28th, 2009. There were varieties of activities and games that were centered on the theme "A Journey to Enlighten our Akhirah." Unlike the previous years, this year they had over 135 sisters from various states such as New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia and Illinois. With the help of Allaah subhaana wa ta'ala, they had exceptional guest speakers from various organizations and institution such as MANA, MAS, and MUNA.

The whole three days agenda was based on exertion of the MUNA Youth Women National Leadership Committee, and the camp was a reflection of the on-going leadership program. The leadership program was sub-divided into four groups which are Al-Quran, Seerah of the Prophet Muhammad (saw), Islamic History (Prophets of Allaah), and Islamic Manners. The sisters who are involve in this committee worked attentively and diligently in those groups to make the camp a most enriching experience for the campers.

Opening Remarks

The camp was inducted by MUNA National Executive Director A.B.M. Faizullah. In his opening remark, he asked Allaah azza wa jal to make this camp a success, to benefit the campers from what they learn, and make it means for them to enter Jannah.

Speakers

Sister Halima Toure PhD was one of the speakers. She is currently a professor of York College, MANA'S Executive Committee, and Board Member of Mosque of Islamic Brotherhood (NY). Her lecture was based on how Islam contributed to history and development of Muslims Americans identity. By listening to her lecture, the campers were enlightened about the history of Islam in America. Her lecture implanted more self-awareness of the importance of giving da'wah in this country and the consequences of not acting upon our duties as a Muslim American.

Abu A. Nuruzzaman, National vice president of MUNA, gave Dars Al-quran on the topic of Akhirah. He made clear to them the steps that they should take to save themselves from an-naar (hell fire).

Sr. Aysha Pena, professor of Baruch College (CUNY), discussed how Muslim assimilates in the US and the challenges they have to face to deal with concerns of xenophobia and their civil liberties. From her speech, the participant realized that as a Muslim American, they need to have clear understanding of the political and legal systems in America. If they see something is happening to their Muslim brothers and sisters that are not acceptable to them, they CANNOT and SHOUD NOT remain silent. They need to speak out and take actions quickly! She concluded her discussion with, "If something were to happen to you, what you would want the other person to do?" Most of the campers contemplated on this quote and realized that what happens to other Muslims should concern them as if it is happening within their own house.

Br. Mazen Mokhtar, a member of the Board Trustees of the Muslim American Society (MAS), he gave an excellent speech on arro-